ফুটবলের বিশ্ববাজার চমকের অপেক্ষায়

নোমান মোহাম্মদ

ট্রান্সফার মার্কেট বড়ই আজব জায়গা। এখানে অখ্যাতরা বিখ্যাত হয়ে যান। আবার বিখ্যাতদেরও কখনো কখনো পাত্তা দেয়া হয় না। আইভরি কোস্ট নামে যে পৃথিবীতে একটি দেশ আছে সেটিই হয়তো অনেকে জানেন না। ফ্রান্সের ক্লাব অলিম্পিক মার্শেইয়ে খেলার কারণে সেই প্রায় অজানা (!) দেশের ফরোয়ার্ড ডিডিয়ের ড্রগবা একটু একটু পরিচিত। কিন্তু এবার দলবদলে তিনি পরিণত হলেন হটেস্ট প্রপার্টিতে। চেলসি তাকে কিনে নেয় ২৪ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে!

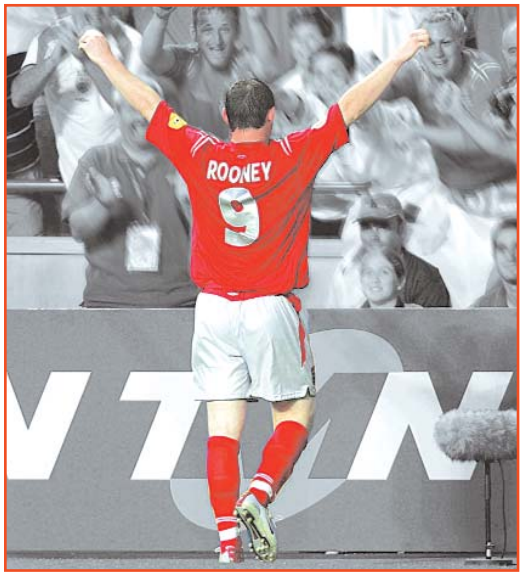

বুঝতেই পারছেন পাঠক, শুরু হয়ে গেছে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের দলবদল। নিজের শক্তির হিসাব-নিকাশ করে সেটা বৃদ্ধি করতে তৎপর ক্লাবগুলো। এ তৎপরতা চলবে নতুন মৌসুম শুরুর আগ পর্যন্ত। দল বদলের সাম্প্রতিক খবরাখবর নিয়ে আমাদের প্রতিবেদন।

ক্লাব ফুটবলকে অনেকটাই পাল্টে দিয়েছেন রোমান আব্রামোভিচ। রুশ এই বিলিওনিয়ার চেলসির দায়িত্ব নিয়েছেন গত মৌসুমের শুরুতে। এরপর পাউন্ড ওড়াচ্ছেন ইচ্ছেমতো। দলে যে খেলোয়াড়কে প্রয়োজন তাকেই কিনে আনছেন। হার্নান ক্রেসপো, ডেমিয়েন ডাফ, সেবাস্টিয়ান ভেরন, জো কোল, গ্লেন জনসন, জেরেমির মতো খেলোয়াড়কে কিনেছিলেন গতবার। তবুও কোনো শিরোপা জিততে পারেনি চেলসি। এটাই হয়তো আরো ক্ষেপিয়ে তুলেছে তাকে। এবার তাই পাউন্ড খরচ করছেন আরো উদার হাতে। উদ্দেশ্য একটাই, অর্থ দিয়ে সাফল্য কেনা।

শুরুতেই দলে ভিড়িয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স লীগ জয়ী পোর্তোর কোচ হোসে মারিনহোকে। এরপর কোচকে স্বাধীনতা দিয়েছেন পছন্দমতো খেলোয়াড় কেনার। মারিনহোও জানেন আব্রামোভিচের জন্য অর্থ কোনো সমস্যা নয়। সে জন্য তিনি দল সাজাচ্ছেন নিজের মতো করে।

ড্রগবার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। তিনি চেলসিতে এসেছেন একটি কারণেই- ড্রগবার খেলার স্টাইল মারিনহোর পছন্দ। সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন্স লীগে ১১ গোল করে মার্শেইকে ফাইনালে তুলতে ড্রগবা

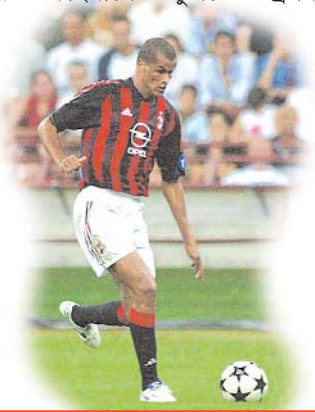

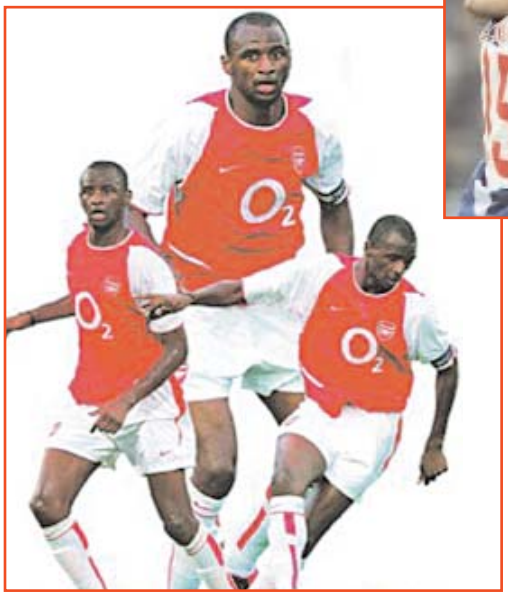

রেখেছিলেন বড় ভূমিকা। চেলসি কোচ হোসে মারিনহো এবারও তার কাছ থেকে সে রকম প্রত্যাশাই করবেন। এ ছাড়াও পোর্তো থেকে মারিনহো নিয়ে এসেছেন লেফট্ ব্যাক পাওলো ফেরেইরাকে। এজন্য চেলসির খরচ হয়েছে ১৩.২ মিলিয়ন পাউন্ড। বেনফিকার টিয়াগো মেন্ডেজ ১০ মিলিয়ন, ইউরোতে চমৎকার খেলা চেক গোলরক্ষক পিটার চেক ৭.১ মিলিয়ন, পিএসভি আইন্দহোভেনের আরহা রুবেন ও মেটেজা কেজম্যানকে যথাক্রমে ১২ ও ৫ মিলিয়ন পাউন্ডে কিনেছে চেলসি। এতসব ভালো খেলোয়াড় দলে টানার কারণে তারা ছাড়তে পেরেছে জিমি ফ্লয়েড হাসেলব্যাংক, হার্নান ক্রেসপো, সেবা ভেরন, মার্শেল ডেসাইলি, এমানুয়েল পেটিট ও জেসপার গ্রংকিয়ানকে। আগামী মৌসুমের ইংলিশ লীগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লীগ জয়ের ব্যাপারে তাই অত্যন্ত আশাবাদী চেলসি।

দলবদলে চেলসির পর সবচেয়ে সক্রিয় স্পেনের বার্সিলোনা। ডাচ কোয়ার্টেন্ড প্যাট্রিক ক্লাইভার্ট, ফিলিপ কোকু, মার্ক ওভারমার্স ও মাইকেল রাইজেগারকে তারা দলবদলের বাজারেই নামাননি। ছেড়ে দিয়েছেন ফ্রি ট্রান্সফারে। এখানেই বার্সিলোনা তথা তাদের প্রেসিডেন্ট হোয়ান ল্যাপার্তো এবং কোচ ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডর মনোভাব বোঝা যায়। তারা দলকে ঢেলে সাজাতে চান। জিততে চান প্রিমেরা লীগা। লড়াই করতে চান চ্যাম্পিয়ন্স লীগের জন্যও। সেজন্য বার্সিলোনা কিনেছে পরীক্ষিত কিছু খেলোয়াড়। চ্যাম্পিয়ন্স লীগে পোর্তোর শিরোপা জয়ের নায়ক ডেকোকে কিনেছে ১২ মিলিয়ন পাউন্ডে। ফাইনালে পোর্তোর প্রতিপক্ষ মোনাকোর অধিনায়ক লুডোভিক জুলির জন্য খরচ করেছে ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। অনেকদিন ধরেই ইউরোপের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার সুইডেনের হেনরিক লারসেনকে ফ্রি-তে নিয়ে এসেছে সেল্টিক থেকে। একইভাবে আর্সেনাল থেকে টেনেছে জিওভান্নি ভ্যান ব্রংকোস্টকে। দু'ব্রাজিলিয়ান ভিলারিয়েলের বেলেত্তি ও সেল্টা ভিগোর সিলভিলহোর জন্য মোট খরচ হয়েছে ৩.৩ মিলিয়ন পাউন্ড। আরো একজন বিশ্বমানের স্ট্রাইকার কেনার পরিকল্পনা তাদের আছে। হতে পারে সে মাইকেল ওয়েন, মিলান বারোস, রুড ভ্যান নিস্টলরয় বা অন্য যে কেউ। আর দলে রোনালদিনহো, স্যাভিওলারা তো রয়েছেনই। সব মিলিয়ে আসছে মৌসুমে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে বার্সিলোনা।

বার্সিলোনার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ এখনো পর্যন্ত চুপচাপ। শুধু আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার ওয়াল্টার স্যামুয়েলকে রোমা থেকে কিনেছে ১৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে। রিয়ালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন পেরেজ। চার বছর আগে প্রথম দায়িত্ব পাবার পর যিনি দলে এনেছিলেন লুইস ফিগো, জিনেদিন জিদান, রোনাল্ডো ও ডেভিড বেকহামকে। রবার্টো কার্লোস, রাউল

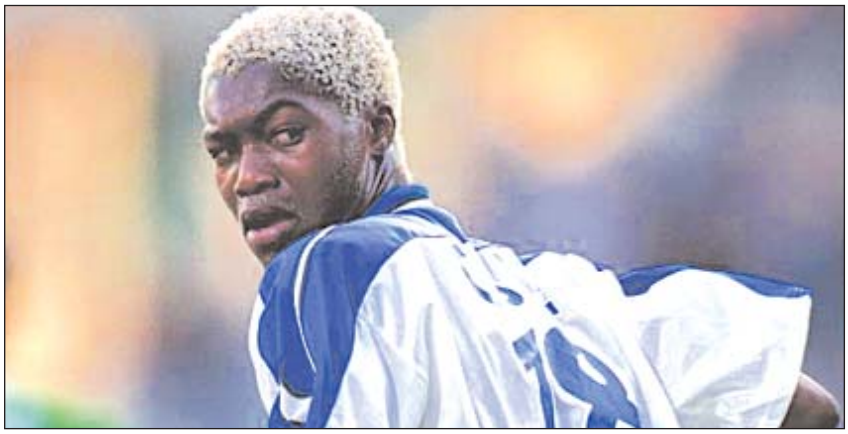

তারা ফ্রি ট্রান্সফারে!

এবার ট্রান্সফার মৌসুমে অনেক অখ্যাত খেলোয়াড়কে ক্লাবগুলো কিনছে ৫,১০ এমনকি ২৪ মিলিয়ন পউন্ডেও। অথচ অনেক বিখ্যাত ও পরীক্ষিত খেলোয়াড়কে ক্লাবগুলো ছেড়ে দিচ্ছে ফ্রি ট্রান্সফারে। নিজ নিজ ক্লাবের জন্য তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় ভাবছে । ফ্রি ট্রান্সফার হলে খেলোয়াড়দের জন্য ক্লাব খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। অথচ ফ্রি ট্রান্সফারেও অনেক খেলোয়াড় ক্লাব পাচ্ছে না। অনেকটা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রিভালদোর মতো অবস্থা। এবার দেখা যাক কোন কোন বিখ্যাত ও কার্যকর খেলোয়াড়কে ফ্রি ট্রান্সফারে ছেড়েছে ক্লাবগুলো। এ তালিকায় রয়েছেন প্যাট্রিক ক্লাইভার্ট, হেনরিক লারসেন, জিমি ফ্লয়েড হাসেলব্যাংক, ফিলিপ কোকু, এডগার ডাভিডস্, রক জুনিয়র, অ্যান্ডি কোল, রে পারলার, ড্যানি মিল্স, জিওভান্নি ভ্যান ব্রংকোস্ট, এস্তাবান ক্যাম্বিয়াসো ও মাইকেল রাইজেগার। এরা সবাই নতুন নতুন ক্লাব খুঁজে পেয়েছেন। আবার অনেকেই এখনো ক্লাব খুঁজে পাননি। এ তালিকার শুরুতেই আসবে রিভালদোর নাম। শোনা যাচ্ছে, অচিরেই তিনি গ্রিক ক্লাব অলিম্পিয়াকসে যোগ দেবেন। ঠিকানাহীনদের তালিকায় আরো রয়েছেন বিজেন্তে লিজারাজু, ফার্নান্ডো রোডেন্ডো, ফার্নান্ডো কুটো, লুইস এনরিকে, গুস্তাভা পোয়েট, ক্রিশ্চিয়ান জিগে, হোয়াও পিন্টো, অ্যান্টনিও কন্টে নওয়োকা কানু, সিলভান উইলটোর্ড, মার্টিন কিওন, এমানুয়েল পেটিট ও টেডি শেরিংহাম । নতুন মৌসুম শুরুর আগে নতুন ক্লাব খুঁজে নিতে তারা সবাই মরিয়া।

তো আগে থেকেই ছিলেন। রিয়ালের এই গ্যালাক্টিক্সে এবার যে আরো দু'একটি নতুন তারকার নাম যুক্ত হবে, সেটি নিশ্চয়ই ফুটবলপ্রেমীদের নতুন করে বলতে হবে না।

ইংলিশ প্রিমিয়ারশিপের দলগুলোর মধ্যে দলবদলে চেলসির পর সবচেয়ে সক্রিয় মিডলস্ব্রা। চার-চারজন বিশ্বমানের খেলোয়াড় দলে টেনেছে তারা। চেলসি, বার্সিলোনা ও আর্সেনাল থেকে যথাক্রমে জিমি ফ্লয়েড হাসেলব্যাংক, মাইকেল রাইজেগার ও রে পারলার মিডলস্ ব্রা-তে যোগ দিয়েছেন ফ্রি ট্রান্সফারে। ৪.৫ মিলিয়নে মার্ক ভিদুকাকেও কিনেছেন। এ মৌসুমে বড় দলগুলোকে চমকে দেয়ার ক্ষমতা তাই ভালোভাবেই আছে মিডলস্ ব্রা-র।

বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাব ম্যান ইউ। এই বিশেষণ তারা অর্জন করেছে রিয়াল মাদ্রিদের বিপরীত পথে হেঁটে। রিয়াল সবসময় ছোটে তারকার পেছনে। অন্যদিকে ম্যান ইউ খোঁজে কার্যকর খেলোয়াড়। এবং সেই সঙ্গে তাদের ইয়ুথ সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসা খেলোয়াড়রাও চমকে দেয় সবাইকে। অতীতে যেমন চমক দিয়েছেন বেকহাম, স্কোলস, নেভিল ভাইয়েরা। এরা সবাই ইয়ুথ সিস্টেমের ফসল। এ মৌসুমের দলবদলেও ম্যান ইউ তাদের নীতি থেকে সরেনি। কার্যকর কিছু খেলোয়াড় নিয়ে এসেছে রেড ডেভিলস্ শিবিরে। আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল হাইঞ্জকে প্যারিস সেন্ট জার্মেই থেকে কিনেছে ৬.৯ মিলিয়ন পাউন্ডে। অ্যালান স্মিথের জন্য খরচ হয়েছে ৭ মিলিয়ন। সেল্টিকের লিয়াম মিলার ও পারমার গুইসেপ্পে রসিকে এনেছে ফ্রি

আলোচিত দলবদল

খেলোয়াড়	পুরনো ক্লাব	নতুন ক্লাব	ট্রান্সফার ফি (মিলিয়ন পাউন্ডে)
ডিডিয়ের ড্রগবা	মার্শেই	চেলসি	২৪
পাওলো ফেরেইরা	পোর্তো	চেলসি	১৩.২
পিটার চেক	রেনেস	চেলসি	৭.১
আরেন রুবেন	পিএসভি আইন্দহোভেন	চেলসি	১২
মেটেজা কেজম্যান	পিএসভি আইন্দহোভেন	চেলসি	৫
টিয়াগো মেন্ডেজ	বেনফিকা	চেলসি	১০
ডেকো	পোর্তো	বার্সিলোনা	১২
লুডোভিক জুলি	মোনাকো	বার্সিলোনা	৪.৫
হেনরিক লারসেন	সেল্টিক	বার্সিলোনা	ফ্রি
ভ্যান ব্রংকোস্ট	আর্সেনাল	বার্সিলোনা	ফ্রি
জিম ফ্লয়েড হাসেলব্যাংক	চেলসি	মিডলস্ ব্রা	ফ্রি
মাইকেল বাইজেগার	বার্সিলোনা	মিডলস্ ব্রা	ফ্রি
রে পারলার	আর্সেনাল	মিডলস্ ব্রা	ফ্রি
মার্ক ভিদুকা	লিডস্	মিডলস্ ব্রা	৪.৫
ইয়াপ স্ট্যাপ	ল্যাজিও	এসি মিলান	৫.৫
* হার্নান ক্রেসপো	চেলসি	এসি মিলান	-
* সেবা ভেরন	চেলসি	ইন্টার মিলান	-
এডগার ডাভিডস্	জুভেন্টাস	ইন্টার মিলান	ফ্রি
গ্যাব্রিয়েল হাইঞ্জ	প্যারিস সেন্ট জার্মেইন	ম্যান ইউ	৬.৯
অ্যালান স্মিথ	লিডস্	ম্যান ইউ	৭
ওয়াল্টার স্যামুয়েল	রোমা	রিয়াল মাদ্রিদ	১৪.৫
জিব্রেল সিসে	অ্যাক্কারে	লিভারপুল	১৪
প্যাট্রিক ক্লাইভার্ট	বার্সিলোনা	নিউক্যাসেল ইউনাইটেড	ফ্রি
লুসিও	লেভারকুসেন	বায়ার্ন মিউনিখ	৮
রক জুনিয়র	এসি মিলান	বায়ার লেভারকুসেন	ফ্রি
এমিয়েল হেস্কি	লিভারপুল	বার্মিংহাম সিটি	৩.৫
ড্যানি মিলস্	লিডস্ ইউনাইটেড	ম্যান সিটি	ফ্রি
ফিলিপ কোকু	বার্সিলোনা	পিএসভি আইন্দহোভেন	ফ্রি

** ক্রেসকো ও ভেরনকে পুরো মৌসুমের জন্য এসি ও ইন্টার মিলানে লোন দিয়েছে চেলসি।*

ট্রান্সফারে। বার্সিলোনা থেকে এসেছে জেরার্ড পিকে। এরা সবাই আগামী মৌসুমে ম্যান ইউ'র সাফল্যে বড় ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে ম্যানেজার স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসেন আশাবাদী।

প্রিমিয়ারশিপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্সেনালও কিছু খেলোয়াড়কে দলে ভিড়িয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রুবেন ভ্যান পারসি। ফেয়ানুর্ড থেকে ২.৭৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে এই ডাচকে কিনেছে গানার্সরা। একই সঙ্গে তারা ছেড়েছে জিওভান্নি ভ্যান ব্রংকোস্ট, সিলভান উইলটোর্ড, কানু, মার্টিন কিওন, রে পারলারের মতো বহুদিনের অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের।

অল রেডস্ লিভারপুলের সামার শপিংয়ে বড় একটি নাম রয়েছে। গত কয়েক বছর

ফ্রেঞ্চ লীগে দুর্দান্ত খেলা স্ট্রাইকার জিব্রেল সিসেকে তারা কিনেছে ১৪ মিলিয়ন পাউন্ডে। এমিয়েল হেস্কিকে বার্মিংহামের কাছে বেঁচেছে ৩.৫ মিলিয়নে। লিডস্ ইউনাইটেড থেকে ফ্রি ট্রান্সফারে ম্যান সিটি পেয়েছে ড্যানি মিলস্‌কে। অ্যান্ডি কোল ব্লাকবার্ন রোভার্স থেকে ফ্রি ট্রান্সফারে যোগ দিয়েছেন ফুলহামে। ডাচ স্ট্রাইকার প্যাট্রিক ক্লাইভার্টও ফ্রি ট্রান্সফারে যোগ দিয়েছেন নিউক্যাসেলে। আসছে মৌসুমে শিয়েরার-ক্লাইভার্ট জুটি নিঃসন্দেহে বিপক্ষের ডিফেন্সে ভীতি ছড়াবেন।

সিরি'এ'-র দলগুলো নতুন খেলোয়াড় কেনার চেয়ে পুরাতন খেলোয়াড় ধরে রাখার দিকেই বেশি আগ্রহী। তারপরও বেশ কয়েকটি বড় দলবদল হয়েছে। খেলোয়াড় কেনাতে সবচেয়ে এগিয়ে মিলানের দু'ক্লাব। এসি মিলানকে ৫.৫ মিলিয়ন পাউন্ড দিতে হয়েছে ল্যাজিওকে ইয়াপ স্ট্যাম্পের জন্য।

এছাড়া চেলসি থেকে পুরো মৌসুমের জন্য ধার পেয়েছে হার্নান ক্রেসপোকে। একই উপায়ে একই ক্লাব থেকে ইন্টার মিলানে এসেছেন হুয়ান সেবাস্টিয়ান ভেরন। এছাড়া জুভেন্টাসের এডগার ডাভিডস্, রিয়াল মাদ্রিদের এস্তেবান ক্যাম্বিয়াসোকে তারা পেয়েছে ফ্রি-তে। জুভেন্টাস তেমন উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় এখনো পর্যন্ত কেনেনি। বরং ডাভিডস্ ও অ্যান্টনিও কন্টেকে ছেড়ে দিয়েছে ফ্রি-তে। অবশ্য মার্কো ডি ভাইয়োকে বিক্রির জন্য তারা ভ্যালেন্সিয়ার কাছ থেকে পাবে ৭ মিলিয়ন পাউন্ড।

জার্মান লীগের বড় ট্রান্সফার বলতে বায়ার লেভারকুসেন ও বুরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে ৮ ও ৭.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে যথাক্রমে লুসিও এবং টরস্টেন ফ্রিংগস-এর বায়ার্ন মিউনিখে যোগদান। বায়ার্ন তাদের দীর্ঘদিনের খেলোয়াড় লেফ্‌ট ব্যাক বিজেন্তে লিজারাজুকে ফ্রি ট্রান্সফারে ছেড়েছে। এছাড়া এসি মিলান থেকে ফ্রি ট্রান্সফারে বায়ার লেভারকুসেনে গিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান

ডিফেন্ডার রক জুনিয়র। বুরুশিয়া মুনশেনগ্ল্যাডবাখে যথাক্রমে টটেনহাম হটস্পার ও বায়ার লেভারকুসেন থেকে ফ্রি ট্রান্সফারে যোগ দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ান জিগে ও অলিভার নুইভিল।

ফ্রেঞ্চ লীগের বড় ট্রান্সফার জিব্রেল সিসের অলিম্পিক মার্শেই ত্যাগ। খেলোয়াড় দলে নেবার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ ক্যালনকে ইন্টার মিলান থেকে নিয়েছে মোনাকো। প্যারিস সেন্ট জার্মেইন ৬.৬ মিলিয়ন পাউন্ডে মোনাকো থেকে কিনেছে জেরম রথেনকে। লিভারপুলের ব্রুনো শেরু পুরো মৌসুমের জন্য লোনে যোগ দিয়েছেন মার্শেইতে।

কোচদের মধ্যেও দলবদল হয়েছে। সবচেয়ে বড় সাফল্য অবশ্যই চেলসি, টটেনহাম হটস্পার ও লিভারপুলের। গত মৌসুমে পোর্তোকে চ্যাম্পিয়ন্স লীগ জেতানো কোচ হোসে মারিনহোকে কিনেছে চেলসি। ফ্রান্স জাতীয় দলের কোচ জ্যাকুয়েস সান্টিনির ঠিকানা এখন লন্ডন। স্পার্সদের কোচ তিনি। ভ্যালেন্সিয়ার কোচ রাফায়েল বেনিটেজকে দলে নিয়েছে লিভারপুল। দেখা যাক, তারা নিজ নিজ দলকে কতোটুকু সাফল্য এনে দিতে পারেন।

আসছে বড় চমক

দলবদলের সবচেয়ে বড় চমকগুলো এখনো আসেনি। আসছে। রিয়াল মাদ্রিদ এবার টার্গেট করেছে আর্সেনালের অধিনায়ক ফ্রেঞ্চ মিডফিল্ডার প্যাট্রিক ভিয়েরাকে। প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হবার পর পেরেজ ভিয়েরাকে বর্ণনা করেছেন তার পজিশনের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে। ডেভিড বেকহাম, জিনেদিন জিদান আহ্বান করছেন ভিয়েরাকে তাদের ক্লাব সতীর্থ হবার জন্য। কিন্তু আর্সেনাল ভিয়েরাকে ছাড়তে নারাজ। রিয়ালের ২৪ মিলিয়ন পাউন্ডের অফার তারা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে শোনা যায়। কিন্তু গত ৪ মৌসুম ধরে রিয়াল মাদ্রিদ প্রমাণ করেছে তারা যে খেলেয়াড়কে চায়, তাকে কিনেই ছাড়ে। এ কারণে আগামী মৌসুমে প্যাট্রিক ভিয়েরাকে বার্নাব্যুতে দেখা যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

রিয়ালের আরেক টার্গেট নতুন সেনসেশন ওয়েইন রুনি। রুনির ক্লাব এভারটন। তাকে সপ্তাহে ৫০ হাজার পাউন্ড পারিশ্রমিকের অফার দিয়েও নতুন চুক্তি করাতে পারছে না। কেরিয়ারের উন্নতির জন্য এ ফরোয়ার্ড এভারটন ছেড়ে বড় কোনো ক্লাবে যেতে চায়। এ ক্ষেত্রে রিয়ালকে পেছনে ফেলে এখন সামান্য এগিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে রিয়াল যদি দ্রুত ভিয়েরাকে কিনে রুনির জন্য বিড্ করে তাহলে হয়তো রুনি আর ভিয়েরা একসঙ্গেই বার্নাব্যুতে পৌঁছবেন।

পর্তুগালের রিকার্ডো কারভালহো এবারের ইউরোর অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার। তাকে কেনার লড়াইয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ ও চেলসি। আগামী মৌসুমে তিনি যে পর্তুগিজ লীগে খেলবেন না, সেটি নিশ্চিত। এখন অপেক্ষা তার গন্তব্য কোথায় হয় সেটি জানার জন্য- স্ট্যাম্পফোর্ড ব্রিজ না সান্টিয়াগো বার্নাব্যু?

ভিয়েরা আর্সেনাল ছেড়ে গেলে বিকল্প হিসেবে পর্তুগালের মানিশের কথা ভাবছেন গানার্সদের বস্ আর্সেন ওয়েঙ্গার। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে আর্সেনাল কথা বলা শুরু করেছে। ম্যান ইউ'র ডাচ ফরোয়ার্ড রুড ভ্যান নিস্টলরয়ের সঙ্গে ম্যানেজার স্যাব অ্যালেক্সের মনোমালিন্যের খবর পত্রিকায় এসেছিলো। ঘটনা সত্যি হলে নিস্টলরয়কে ওল্ড ট্রাফোর্ড ছাড়তেই হবে। যেমনিভাবে ছাড়তে হয়েছিলো ইয়াপ স্ট্যাম ও ডেভিড বেকহামকে। লিভারপুলের মাইকেল ওয়েন এখনো পর্যন্ত নতুন চুক্তিতে আসেননি। অথচ তার চুক্তির বাকি মাত্র ১ বছর। সাফল্যের নেশায় রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা বার্সিলোনার মতো বড় ক্লাবে যদি ওয়েন যোগ দেন, তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।